দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 09. OCT. 2016 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ... 2 ......

মির্জাপুরে এমপিওভুক্ত হয়নি শতাধিক শিক্ষক-কর্মচারী

■ মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) সংবাদদাতা

লাখ লাখ টাকা ঘুষ দিয়ে চাকরি নিয়েও সিন্ডিকেট চক্রের কারসাজিতে এমপিও করতে পারছেন না মির্জাপুরের কয়েক শতাধিক শিক্ষক-কর্মচারী। বছরের পর বছর বিনা বেতনে চাকরি করেও এমপিও করতে না পারায় বেতন-ভাতা না পেয়ে ওইসব শিক্ষক-কর্মচারী পরিবার পরিজন নিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন।

উপজেলা শিক্ষা অফিস সূত্র জানায়, মির্জাপুরে একটি পৌরসভা ও ১৪ ইউনিয়নে কলেজ রয়েছে সাতটি, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৫০টি, নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় চারটি, টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ চারটি ও ১৪টি মাদ্রাসা রয়েছে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শূন্য পদ পূরণের নিমিত্তে বিভিন্ন সময় শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হয়। আর এই নিয়োগের সময় মোটা অঙ্কের বাণিজ্য হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শূন্যপদ না থাকলেও বিভিন্ন বিষয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে ম্যানেজিং কমিটি রেজুলেশন করে শিক্ষক নিয়োগের জন্য। এই সুযোগে একটি সিন্ডিকেট চক্র বিভিন্ন কৌশলে মোটা অঙ্কের নিয়োগ বাণিজ্যের লোভে শিক্ষক নিয়োগ দেয়। চাকরি প্রার্থীরা সঠিক তথ্য না জেনেই ঘুষ লেনদেন করে নিয়োগ নেন। এরপর ম্যানেজিং কমিটি, শিক্ষা কর্মকর্তা, নিয়োগ কমিটি, শিক্ষা বোর্ডের নিয়োজিত কর্মকর্তা ও প্রধান শিক্ষক প্রয়োজনীয় কাগজপত্র শিক্ষা বোর্ড ডিজি অফিসে (মন্ত্রণালয়ে) পাঠান। কিন্তু ডিজি অফিস ও শিক্ষা বোর্ড যাচাই বাছাই করে দেখেন যাদের নিয়োগ দিয়ে কাগজপত্র পাঠানো হয়েছে ওই বিষয়ে শিক্ষক পদ শূন্য নেই। ফলে তাদের এমপিওভুক্ত না করে বছরের পর বছর ঝুলিয়ে রাখছে। মির্জাপুর উপজেলার অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই এমন সমস্যা রয়েছে বলে জানা গেছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে কয়েকজন শিক্ষক অভিযোগ করেন, নিয়োগ পাওয়ার আগে তাদের বিভিন্ন খাতে ঘুষ দিতে হয়। এভাবে একজন শিক্ষককে অন্তত ৩-৫ লাখ টাকা ঘুষ দিয়ে নিয়োগ নিতে হয়।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে কয়েকজন প্রধান শিক্ষক ও সভাপতি বলেন, নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি সাপেক্ষে বৈধভাবেই শিক্ষকদের নিয়োগ দেওয়া হয়। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয় নানা জটিলতা দেখিয়ে শিক্ষকদের এমপিও বন্ধ করে রেখেছে।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মো. জাকির হোসেন অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, নিয়োগ কমিটি গঠনের পর পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই বাছাই করে প্রার্থী নির্বাচন করা হয়। পরে তাদের মধ্যে থেকে প্রথম জনকে নিয়োগ দেওয়া হয়। এখানে অনিয়মের কোনো সুযোগ নেই বলে দাবি করেন তিনি।